সংবাদ

তারিখ : 16 SEP 2008
পৃষ্ঠা - ৬ কলাম - ৭

ফের সক্রিয় হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভুয়া আউটার ক্যাম্পাসগুলো

২০০৮ সালের এইচএসসির ফল প্রকাশের পরপরই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভুঁইফোঁড় ও ভুয়া
ক্যাম্পাসগুলো আবারও সক্রিয় হয়ে উঠেছে বলে বেশ কয়েকটি জাতীয় দৈনিকে খবর প্রকাশিত হয়ে
এ অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করেছে খোদ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন। খবরটিতে আমরা উৎকণ্ঠ
করছি। কেননা দেশের কোমলমতি শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ এর সঙ্গে জড়িত।

বিশেষজ্ঞরা ধারণা করছেন, এ বছর উচ্চশিক্ষার জন্য বুয়েট, মেডিকেল ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি
থেকে বঞ্চিত হবে জিপিএ-৫ প্রাপ্ত প্রায় ৭ হাজার মেধাবী শিক্ষার্থী। ফলে ভর্তি না হতে পারা শিক্ষ
বুঝেই এসব ভুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে সর্বস্বান্ত হতে পারে। সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন
বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজসহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমনকি মার্কেটের প্রবেশপথে লিফলেট বিতরণ, পোস্টারিং
কৌশলে প্রচার-প্রচারণা শুরু করেছে এসব প্রতিষ্ঠান। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে আসন সঙ্কটে
নিয়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের এসব আউটার ক্যাম্পাস ফাঁদ পেতেছে। এ অবস্থায় হাজার হাজার
প্রতারণার শিকার হতে পারে বলে আমাদের ধারণা।

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক নজরুল ইসলাম বলেছেন, তারা ই
অবৈধ ও ভুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকা প্রকাশ করেছেন। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আউটার ক্য
দূরশিক্ষণ কার্যক্রমও বন্ধ ঘোষণা করেছেন বলে গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন। তাই নিষেধাজ্ঞা অমান্য ক
কার্যক্রম চালানো হলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে ঘোষণা করেছেন। তবে আইনের অভ
এখন সরাসরি ব্যবস্থা নিতে পারছেন না বলেও জানান।

আমরা মনে করি সন্ত্রাস দমনের মতো এসব শিক্ষাসন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া জরুরি হয়ে
কেননা শিক্ষার মতো স্পর্শকাতর ও জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কোন অনিয়ম বরদাস্ত করা উচিত নয়
বিষয়ে কোন আইন না থেকে থাকে তবে আইনের দিকটি সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে ভাবতে হ

জানা যায়, এ ব্যাপারে একটি আইন প্রস্তাবনা হিসেবে বর্তমানে আইন মন্ত্রণালয়ে ভেটিংয়ের
রয়েছে। এ আইনটি দ্রুতই উপদেষ্টা পরিষদে উপস্থাপন, পাস এবং গেজেট করতে হবে। এবং এই
ভিত্তিতে ভুয়া আউটার ক্যাম্পাসগুলোর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। বিগত দিনে রা
সরকারের আমলে ক্ষমতা আর ঘুষ দুর্নীতির মাধ্যমে যেসব ভুয়া বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুমতি দেয়
সেগুলোর অনুমোদন বাতিল করতে হবে। আর এ কাজটি এ ভর্তির মৌসুমেই করতে হবে।

উল্লেখ্য, সনদ বাণিজ্যের অভিযোগে গত বছরের আগস্ট মাসে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (
বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আউটার ক্যাম্পাস নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। এর আগে বিদেশী ও অ
বিশ্ববিদ্যালয়ের আরেকটি তালিকা তারা গণমাধ্যমে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রকাশ করে। ইউজিসির পরিচ
খালেদ বলেন, এবারও এ একই ধরনের কাজের প্রস্তুতি চলছে। কিন্তু আমাদের বক্তব্য হলো, যদি
এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে কার্যত ব্যবস্থা নিতে পারত তবে এখনও এদের তৎপরতা লক্ষ্য করা
ইউজিসি কার্যত শুধু লোক দেখানো বিজ্ঞপ্তি দিয়েই ক্ষান্ত হয়েছে। তবে ইউজিসির ভুয়া বিশ্ববি
তালিকা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। তালিকা করে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে দায়িত্ব শেষ করলেও এখনও দশটি বিশ্ববি
অর্ধশতাধিক আউটার ক্যাম্পাস রয়েছে বলে দৈনিকটির প্রতিবেদন সূত্রে জানা যায়। আমরা মনে ক
সময় নষ্ট না করে ইউজিসির উচিত হবে এসব বিশ্ববিদ্যালয়কে চিহ্নিত করে তাদের ক্যাম্পাসগুলো ব
করা।